ন্যায়দর্শন

(গৌতম সূত্র)

ও

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)

তৃতীয় খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রমেয়পরীক্ষারম্ভে প্রথম প্রমেয় জীবাত্মার পরীক্ষার জন্য ভাষ্যে প্রথমে আত্মা কি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতির সংঘাতমাত্র, অথবা উহা হইতে ভিন্ন পদার্থ? এইরূপ সংশয়ের প্রকাশ ও ঐ সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক আত্মা দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য প্রথম সূত্রের অবতারণা ১-১১

প্রথম সূত্রে— আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের সংস্থাপন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা ১১

দ্বিতীয় সূত্রে— উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন, ভাষ্যে— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যার পরে স্বতন্ত্রভাবে উহার খণ্ডন ১৬

তৃতীয় সূত্রে— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর। ভাষ্যে— এ উত্তরের বিশদ ব্যাখ্যা ১৮-১৯

চতুর্থ সূত্রে— আত্মা শরীর হইতেও ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের সংস্থাপন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা এবং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশপ্রযুক্ত ভেদ হইলে কৃতহানি প্রভৃতি দোষের সমর্থন ২২

পঞ্চম সূত্রে— উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন ২৬

ষষ্ঠ সূত্রে— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন ২৭

সপ্তম সূত্রে— প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩০

অষ্টম সূত্রে— পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বাস্তব-দ্বিত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রমাণের খণ্ডন ৩২

নবম সূত্র হইতে একাদশ সূত্রে— বিচারপূর্ব্বক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বাস্তব-দ্বিত্ব সমর্থনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সমর্থন ৩৪

দ্বাদশ সূত্রে— অনুমান প্রমাণের দ্বারা আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩৯

ত্রয়োদশ সূত্রে— পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন ৪২

চতুর্দ্দশসূত্রে— প্রকৃত সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে— সূত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিবাদের মূল খণ্ডন এবং ক্ষণিক সংস্কার-প্রবাহ মাত্রই আত্মা, এই মতে স্মরণের অনুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বা-পরকাল স্থায়ী এক আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন ৪৩

পঞ্চদশ সূত্রে— মনই আত্মা, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন ৫০

ষোড়শ ও সপ্তদশ সূত্রে— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপূর্ব্বক মনও আত্মা নহে, সুতরাং আত্মা দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা ৫৩

আত্মা দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন হইলেও নিত্য, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয়বশতঃ আত্মার নিত্যত্ব সাধনের জন্য অষ্টাদশ সূত্রের অবতারণা ৫৮

অষ্টাদশসূত্র হইতে ২৬শ সূত্র পর্য্যন্ত ৯ সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপন। ভাষ্যে— সূত্রানুসারে জন্মান্তরবাদ ও সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব সমর্থন ৮৩

আত্মার পরীক্ষার পরে দ্বিতীয় প্রমেয় শরীরের পরীক্ষারম্ভে ভাষ্যে— মানুষ শরীরের পার্থিবত্বাদি বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন ৯১

২৭শ সূত্রে— মানুষশরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত যুক্তির সমর্থন ৯২

২৮শ সূত্র হইতে তিন সূত্রে— মানুষশরীরের উপাদান কারণ বিষয়ে মতান্তরত্রয়ের সংস্থাপন। ভাষ্যে— উক্ত মতান্তরের সাধক হেতুত্রয়ের সন্দিগ্ধতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্য যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতান্তরের খণ্ডন ৯৫

৩১শ সূত্রে—শ্রুতির প্রামাণ্যবশতঃ মানুষশরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক তদ্দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন ৯৯

শরীরের পরীক্ষার পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষারম্ভে ভাষ্যে— ইন্দ্রিয়বর্গ কি সাংখ্যসম্মত অভৌতিক, অথবা ভৌতিক? এইরূপ সংশয় প্রদর্শন ১০১

৩২শ সূত্রে— হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক উক্তরূপ সংশয়ের সমর্থন ১০১

৩৩শ সূত্রে— পূর্ব্বপক্ষরূপে ইন্দ্রিয়বর্গের অভৌতিকত্ব পক্ষের সংস্থাপন। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ১০৩

৩৪শ সূত্রে—বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ মহৎ ও ক্ষুদ্র বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, এই নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাশ করিয়া, পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ড ১০৪

৩৫শ সূত্রে— চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মির উপলব্ধি না হওয়ায় উহার অস্তিত্ব নাই, এই মতাবলম্বনে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ ১০৫

৩৬শ সূত্রে— চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং উহার অস্তিত্ব আছে, প্রত্যক্ষত

অনুপলব্ধি কোন বস্তুর অভাবের সাধক হয় না, এই যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ১০৭

৩৭শ সূত্রে— চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি থাকিলে উহার এবং উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না? ইহার হেতুকথন ১০৮

৩৮শ সূত্রে— উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূতরূপ না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ ১০৯

৩৯শ সূত্রে—চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ নাই কেন, ইহার কারণ প্রকাশ। ভাষ্যে— সূত্রার্থব্যাখ্যার পরে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সমর্থন ১১১

৪০শ সূত্রে— দৃষ্টান্ত দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রত্যক্ষ সমর্থন ১১৫

৪১শ সূত্রে— চক্ষুর ন্যায় দ্রব্যমাত্রেরই রশ্মি আছে, এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ১১৬

৪২শ সূত্রে— চক্ষুর রশ্মির অপ্রত্যক্ষের যুক্তিযুক্ততা সমর্থন ১১৭

৪৩শ সূত্রে— অভিভূতত্ববশতঃই চক্ষুর রশ্মি ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, এই মতের খণ্ডন ১১৯

৪৪শ সূত্রে—বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মির প্রত্যক্ষ হওয়ায় তদ্দৃষ্টান্তে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা মনুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি সংস্থাপন। ভাষ্যে— পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ১২০

৪৫শ সূত্রে— চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্রিয়, গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই প্রত্যক্ষজনক, অতএব অভৌতিক, এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ ১২৩

৪৬শ সূত্র হইতে ৫১শ সূত্র পর্য্যন্ত ছয় সূত্রে বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষাদি নিরাসের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়সন্নিকৃষ্টত্ব সমর্থন ও তদ্দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্ ও শ্রোত্র, এই চারিটি ইন্দ্রিয়েরও বিষয়সন্নিকৃষ্টত্ব ও ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন ১৩১

৫২শ সূত্রে— ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পরীক্ষার পরে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব-পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রিয় কি এক, অথবা নানা, এইরূপ সংশয়ের সমর্থন ১৩৬

৫৩শ সূত্রে— পূর্ব্বপক্ষরূপে "ত্বক্‌ই একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়" এই প্রাচীন সাংখ্যমতের সমর্থন। ভাষ্যে — সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যার পরে স্বতন্ত্রভাবে বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন ১৩৭

৫৪শ সূত্র হইতে ৬১ম সূত্র পর্য্যন্ত আট সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন ও নানা যুক্তির দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্ব্বক শেষ সূত্রে ঘ্রাণাদি পঞ্চ

বহিরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্তে মূলযুক্তিপ্রকাশ ১৫৭

ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার পরে চতুর্থ প্রমেয় "অর্থের" পরীক্ষারম্ভে—

৬২ম ও ৬৩ম সূত্রে—গন্ধাদি পঞ্চবিধ অর্থের মধ্যে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ পৃথিবীর গুণ, রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ, রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ, স্পর্শ বায়ুর গুণ, শব্দ আকাশের গুণ, এই নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ১৫৮

৬৪ম সূত্রে— উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ ১৬২

৬৫ম সূত্রে— পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে গন্ধ প্রভৃতি গুণের মধ্যে যথাক্রমে এক একটিই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ। ভাষ্যোক্তানুপপত্তি নিরাস-পূর্ব্বক উক্ত মতের সমর্থন ১৬৩

৬৬ম সূত্রে— উক্ত মতে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতে যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি এক একটি গুণ থাকিলেও পৃথিবী চতুর্গুণবিশিষ্ট, জল গুণত্রয়বিশিষ্ট, ইত্যাদি নিয়মের উপপাদন ১৬৫

৬৭ম সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন। ভাষ্যে— উক্ত সূত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতখণ্ডনে নানা যুক্তি প্রকাশ ও পূর্ব্বোক্ত মতবাদীর কথিত যুক্তির খণ্ডন-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন ১৬৮

৬৮ম সূত্রে— ৬৪ম সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ১৭৫

৬৯ম সূত্রে— ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিব, অন্য ইন্দ্রিয় পার্থিব নহে, ইত্যাদি প্রকারে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্বাদি ব্যবস্থার মূল কথন ১৭৭

৭০ ও ৭১ম সূত্রে— ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় স্বগত গন্ধাদির গ্রাহক কেন হয় না, ইহার যুক্তি প্রকাশ ১৭৯

৭২ম সূত্রে— উক্ত যুক্তির দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ-প্রকাশ ১৮০

৭৩ম সূত্রে— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সমর্থন। ভাষ্যে বিশেষ যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ১৮১

— ০ —

প্রথম আহ্নিকে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ, এই প্রমেয়চতুষ্টয়ের পরীক্ষা করিয়া, দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে পঞ্চম প্রমেয় "বুদ্ধির" পরীক্ষার জন্য—

১ম সূত্রে— বুদ্ধি নিত্য, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয়ের সমর্থন। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে উক্তরূপ সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক সূত্রকার মহর্ষির "বুদ্ধ্যনিত্যতা-প্রকরণা" রম্ভের সাংখ্যমত খণ্ডনরূপ উদ্দেশ্য সমর্থন ১৮৩

২য় সূত্রে— সাংখ্যমতানুসারে পূর্ব্বপক্ষরূপে "বুদ্ধি"র নিত্যত্ব সংস্থাপন। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ১৮৮

৩য় সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন। ভাষ্যে—সূত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যার পরে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সাংখ্য-মতের খণ্ডন ১৯০

চতুর্থ সূত্র হইতে অষ্টম সূত্র পর্য্যন্ত পাঁচ সূত্রে সাংখ্যমতে নানারূপ দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক বুদ্ধি অনিত্য, এই নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন ১৯৮

৯ম সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত সাংখ্য-মত সমর্থনের জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন। ভাষ্যে— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ২০২

১০ম সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদীর কথা। ভাষ্যে ক্ষণিকত্ববাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা ২০৫

১১শ ও ১২শ সূত্রে— বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব বিষয়ে সাধক প্রমাণের অভাব ও সাধক প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন ২০৯

১৩শ সূত্রে— ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর ২১২

১৪শ সূত্রে— উক্ত উত্তরের খণ্ডন ২১৩

১৫শ সূত্রে— ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর খণ্ডনে সাংখ্যাদি-সম্প্রদায়ের কথা ২১৪

১৬শ সূত্রে— নিজমতানুসারে পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যাদি মতের খণ্ডন ২১৫

১৭শ সূত্রে— ক্ষণিকত্ববাদীর কথানুসারে দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি বিনা কারণেই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিয়াও বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্বমতের অসিদ্ধি সমর্থন। ভাষ্যে—সূত্র তাৎপর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক ক্ষণিকত্ববাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডনের দ্বারা উক্ত মতের অনুপপত্তি সমর্থন ২১৭

বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিতে সাংখ্যমত খণ্ডন প্রসঙ্গে "ক্ষণভঙ্গ" বা বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ নিরাকরণের পরে বুদ্ধির আত্মগুণত্ব পরীক্ষার জন্য ভাষ্যে— বুদ্ধি কি আত্মার গুণ? অথবা ইন্দ্রিয়ের গুণ? অথবা মনের গুণ? অথবা গন্ধাদি "অর্থে"র গুণ? এইরূপ সংশয় সমর্থন ২৩০

১৮শ সূত্রে—উক্ত সংশয়-নিরাসের জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও অর্থের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ২৩১

১৯শ সূত্রে— বুদ্ধি, মনের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ২৩৩

২০শ সূত্রে— বুদ্ধি আত্মার গুণ, এই প্রকৃত সিদ্ধান্তেও যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি প্রকাশ ২৩৮

২১শ সূত্রে— উক্ত আপত্তির খণ্ডন ২৩৯

২২শ সূত্রে— গন্ধাদি প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও মনের সন্নিকর্ষের কারণত্ব সমর্থন ২৪০

২৩শ সূত্রে— বুদ্ধি আত্মার গুণ হইলে বুদ্ধির বিনাশের কোন কারণের উপলব্ধি না হওয়ায় নিত্যত্বাপত্তি, এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ ২৪১

২৪শ সূত্রে— বুদ্ধির বিনাশের কারণের উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন পূর্ব্বক উক্ত আপত্তির খণ্ডন ২৪২

ভাষ্যে— বুদ্ধি আত্মার গুণ হইলে যুগপৎ নানা স্মৃতির সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকায় সকলেরই যুগপৎ নানা স্মৃতি উৎপন্ন হউক? এই আপত্তির সমর্থন ২৪৩

২৫শ সূত্রে— উক্ত আপত্তির খণ্ডন করিতে অপরের সমাধানের উল্লেখ ২৪৪

২৬শ সূত্রে— জীবনকাল পর্য্যন্ত মন শরীরের মধ্যেই থাকে, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, ঐ হেতুর দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত অপরের সমাধানের খণ্ডন ২৪৫

২৭শ সূত্রে—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাধানবাদীর সমাধানের সমর্থন ২৪৭

২৮শ সূত্রে—যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাধন ২৪৮

২৯শ সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির খণ্ডনপূর্ব্বক সমাধান ২৪৯

৩০শ সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত অপরের সমাধানের খণ্ডন দ্বারা জীবনকাল পর্য্যন্ত মন শরীরের মধ্যেই থাকে, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ও তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমাধানবাদীর যুক্তির খণ্ডন। ভাষ্য-শেষে উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক বিশেষ যুক্তি প্রকাশ ২৫০

৩১শ সূত্রে—জীবনকাল পর্য্যন্ত মন শরীরের মধ্যেই থাকে, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে অপরের যুক্তির উল্লেখ ২৫১

৩২শ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত অপরের যুক্তির খণ্ডন। ভাষ্যে—উক্ত যুক্তিবাদীর বক্তব্যের সমর্থন-পূর্ব্বক উহার খণ্ডন উক্ত বিষয়ে মহর্ষি গৌতমের পূর্ব্বোক্ত নিজ যুক্তির সমর্থন ২৫৪

৩৩শ সূত্রে— মহর্ষির নিজমতানুসারে ভাষ্যকারের পূর্ব্বসমর্থিত যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তির খণ্ডন ২৫৬

ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে "প্রাতিভ" জ্ঞানের ন্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ স্মৃতিসমূহ যুগপৎ কেন জন্মে না এবং "প্রাতিভ" জ্ঞানসমূহই বা যুগপৎ কেন জন্মে না? এই আপত্তির সমর্থনপূর্ব্বক যুক্তির দ্বার উহার খণ্ডন ও সমস্ত জ্ঞানের অযৌগপদ্য সমর্থন করিতে জ্ঞানের করণের ক্রমিক জ্ঞানজননেই সামর্থরূপ হেতু কথন ২৫৭

ভাষ্যে— যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তি নিরাসের জন্য পূর্ব্বোক্ত অপরের সমাধানের দ্বিতীয় প্রতিষেধ। পূর্ব্বোক্ত সমাধানে অপর পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ ও নিজ মতানুসারে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ২৫৯

৩৪শ সূত্রে— জ্ঞান পুরুষের ধর্ম্ম, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, এই

মতান্তরের খণ্ডন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা ২৬৬

৩৫শ সূত্রে— ভূতচৈতন্যবাদী নাস্তিকের পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ ২৬৯

৩৬শ সূত্রে— ভূতচৈতন্যবাদীর গৃহীত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শনের দ্বারা স্বমত সমর্থন। ভাষ্যে—পূর্ব্বোক্ত হেতুর ব্যাখ্যান্তর দ্বারা ভূত-চৈতন্যবাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক সেই ব্যাখ্যাত হেতুবিশেষেরও খণ্ডন ২৭০

৩৭শ সূত্রে— নিজযুক্তির সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ভূতচৈতন্যবাদীর মত খণ্ডন। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থনপূর্ব্বক ভূত-চৈতন্যবাদীর মতে দোষান্তরের সমর্থন ২৭৪

পরে পূর্ব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক অনুমান প্রমাণের প্রকাশপূর্ব্বক ভূতচৈতন্যবাদ-খণ্ডনে চরম বক্তব্য প্রকাশ ২৭৯

৩৮শ সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত হেতুসমূহের ন্যায় অন্য হেতুদ্বয়ের দ্বারাও জ্ঞান ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সূত্রোক্ত যুক্তিপ্রকাশ ২৮৩

৩৯শ সূত্রে— জ্ঞান আত্মারই গুণ, এই পূর্ব্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপসংহার ও সমর্থন। ভাষ্যে—কল্পান্তরে সূত্রোক্ত হেত্বন্তরের ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন এবং বুদ্ধিসন্তানমাত্রই আত্মা, এই মতে নানা দোষের সমর্থন ২৮৫

৪০শ সূত্রে— স্মরণ আত্মারই গুণ, এই সিদ্ধান্তে চরমযুক্তি প্রকাশ। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও বৌদ্ধ মতে স্মরণের অনুপপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন ২৯০

৪১শ সূত্রে— "প্রণিধান" প্রভৃতি স্মৃতির নিমিত্তসমূহের উল্লেখ। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত "প্রণিধান" প্রভৃতি অনেক নিমিত্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও যথাক্রমে প্রণিধান প্রভৃতি সমস্ত নিমিত্তজন্য স্মৃতির উদাহরণ প্রদর্শন ২৯২

বুদ্ধির আত্মগুণত্ব পরীক্ষার পরে ভাষ্যে— বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়? অথবা কুম্ভের ন্যায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে? এই সংশয় সমর্থন ২৯৭

৪২শ সূত্রে— উক্ত সংশয় নিরাসের জন্য বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্ব পক্ষের সংস্থাপন। ভাষ্যে— বিচারপূর্ব্বক যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ২৯৮

৪৩শ সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদীর আপত্তি প্রকাশ ৩০৩

৪৪শ সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন ভাষ্যে— বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক প্রতিবাদীর সমস্ত কথার খণ্ডন ও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩০৪

৪৫শ সূত্রে—বাস্তব তত্ত্ব-প্রকাশের দ্বারা প্রতিবাদীর আপত্তি খণ্ডনে চরম বক্তব্য প্রকাশ ৩০৮

৪৬শ সূত্রে— শরীরে যে চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, ঐ চৈতন্য কি শরীরের নিজেরই গুণ? অথবা অন্য দ্রব্যের গুণ? এই সংশয় প্রকাশ ৩১০

৪৭শ সূত্রে— চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে— প্রতিবাদীর সমাধানের খণ্ডনপূর্ব্বক বিচার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩১২

৪৮শ ও ৪৯শ সূত্রে—প্রতিবাদীর বক্তব্যে খণ্ডন দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির সমর্থন ৩১৭

৫০শ সূত্রে— অন্য হেতুর দ্বারা চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩১৮

৫১শ সূত্রে— প্রতিবাদীর মতানুসারে পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর অসিদ্ধি প্রকাশ ৩২০

৫২শ সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত অসিদ্ধির খণ্ডন ৩২০

৫৩শ সূত্রে— অন্য হেতুর দ্বারা চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩২১

৫৪শ সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডনে প্রতিবাদীর কথা ৩২৩

৫৫শ সূত্রে— প্রতিবাদীর কথার খণ্ডন দ্বারা চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে—উক্ত সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইলেও পুনর্ব্বার উহার সমর্থনের প্রয়োজন-কথন ৩২৩

"বুদ্ধি"র পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে ষষ্ঠ প্রমেয় "মনে"র পরীক্ষারম্ভে—

৫৬শ সূত্রে—মন, প্রতি শরীরে এক এই সিদ্ধান্তের সংস্থাপন ৩২৫

৫৭শ সূত্রে— মন প্রতি শরীরে এক নহে,— বহু, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন ৩২৭

৫৮শ সূত্রে— পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে— প্রতিবাদীর বক্তব্যের সমালোচনা ও খণ্ডনপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩২৮

৫৯ম সূত্রে— মন অণু এবং প্রতি শরীরে এক, এই সিদ্ধান্তের উপসংহার ৩৩২

মনঃ-পরীক্ষার পরে ভাষ্যে জীবের শরীরসৃষ্টি কি পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মনিমিত্তক, অথবা কর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভূতমাত্র জন্য? এই সংশয় প্রকাশ ৩৩৫

৬০ম সূত্রে—শরীরসৃষ্টি জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মনিমিত্তক, এই সিদ্ধান্ত কথন। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩৩৫

৬১ম সূত্রে— জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্র হইতেই শরীরের উৎপত্তি হয়, এই নাস্তিক মতের প্রকাশ ৩৪৫

৬২ম সূত্র হইতে চারি সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মতের খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ৩৪১

৬৬ম সূত্রে— শরীরোৎপত্তির ন্যায় শরীরবিশেষের সহিত আত্মবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগোৎপত্তিও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মনিমিত্তক, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ। ভাষ্যে— উক্ত সিদ্ধান্ত-স্বীকারের কারণ বর্ণনপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন ৩৪৬

৬৭ম সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে শরীরসমূহের নানাপ্রকারতারূপ অনিয়মের উপপত্তি কথন। ভাষ্যে —শরীরসমূহের নানাপ্রকারতার ব্যাখ্যাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের যুক্ত্যন্তরপ্রকাশ ৩৫১

৬৮ম সূত্রে— সাংখ্যমতানুসারে জীবের শরীরসৃষ্টি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত, এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন। ভাষ্যে— সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও বিচারপূর্ব্বক উত্তরপক্ষের সমর্থন ৩৫৬

পরে অদৃষ্ট পরমাণুর ও মনের গুণ এই মতানুসারে সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সূত্রোক্ত উত্তর-বাক্যের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন ৩৫৯

৬৯ম সূত্রে— অদৃষ্ট মনের গুণ, এই মতে শরীর হইতে মনের অপসর্পণের অনুপপত্তি কথন। ভাষ্যে— উক্ত অনুপপত্তির সমর্থন ৩৬৩

৭০ম সূত্রে— উক্ত মতের মৃত্যুর অনুপপত্তিবশতঃ শরীরের নিত্যত্বাপত্তি কথন ৩৬৫

৭১ম সূত্রে— পূর্ব্বোক্ত মতে মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি বিষয়ে আপত্তিখণ্ডনে উক্ত মতবাদীর শেষ কথা ৩৬৭

৭২ম সূত্রে— পূর্ব্বোক্তসূত্রোক্ত কথার খণ্ডনপূর্ব্বক জীবের সৃষ্টি পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল অদৃষ্ট-নিমিত্তক, এই নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন। ভাষ্যে— উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যান্তর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে সূত্রোক্ত আপত্তিবিশেষের সমর্থন এবং পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-মতে প্রত্যক্ষবিরোধ, অনুমান-বিরোধ ও আগম-বিরোধরূপ দোষের প্রতিপাদনপূর্ব্বক উক্ত মতের নিন্দা ৩৬৭

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী।

"নৈরাত্ম্য" বাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। উপনিষদেও "নৈরাত্ম্যবাদে"র প্রকাশ ও নিন্দা আছে, ইহার প্রমাণ। আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব মতও এক প্রকার "নৈরাত্ম্যবাদ"। "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থে উদ্দ্যোতকর কর্ত্তৃক উক্ত মতবাদীদিগের প্রদর্শিত আত্মার

নাস্তিত্ব-সাধক অনুমান প্রদর্শন ও বিচারপূর্ব্বক উক্ত অনুমানের খণ্ডন। উক্ত মতে "আত্মন্" শব্দের নিরর্থকত্ব সমর্থন। আত্মার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তও নহে, রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ সমুদায়ই আত্মা, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত। রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের ব্যাখ্যা। আত্মার নাস্তিত্ব বুদ্ধদেবের সম্মত নহে, এই বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের বিশেষ কথা। বুদ্ধদেব আত্মার জন্মান্তর-বাদেরও উপদেশ করিয়াছেন, এই বিষয়ের প্রমাণ। আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা একেবারেই অসম্ভব, এই বিষয়ে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথা ৪

ভাষ্যকার-সম্মত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্তের খণ্ডনপূর্ব্বক একত্ব-সিদ্ধান্তের সমর্থনে বার্ত্তিককারের কথা ও ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য ৩৮

দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, এবং মনই আত্মা, অথবা দেহাদিসমষ্টিই আত্মা, এই সমস্ত নাস্তিক মত উপনিষদেই পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন নাস্তিক-সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্বপক্ষকেই শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন—এ বিষয়ে "বেদান্তসারে" সদানন্দ যোগীন্দ্রের কথা। পুণ্যবাদী কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই। "মাধ্যমিক কারিকা"য় উক্ত মতের প্রকাশ। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর কর্ত্তৃক উক্ত মতপ্রকাশক অন্য বৌদ্ধ কারিকার উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন। ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যে মাধ্যমিক কারিকায় প্রকাশিত পূর্ব্বোক্তরূপ শূন্যবাদবিশেষের কোন আলোচনা নাই ৫৫

আত্মার নিত্যত্ব ও জন্মান্তরবাদের সমর্থক নানা যুক্তির আলোচনা এবং পরলোক সমর্থনে "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা ৭৩

"ন্যায়সূত্র" ও বৈশেষিক সূত্রের দ্বারা জীবাত্মা বস্তুতঃ প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং নানা, এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ দুঃখাদি জীবাত্মার নিজেরই বাস্তব গুণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। উক্ত উভয় দর্শনের মত ব্যাখ্যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্য ও ন্যায়বার্ত্তিকাদি প্রাচীন সমস্ত গ্রন্থেও উক্ত দ্বৈতবাদই ব্যাখ্যাত। উক্ত মতের সাধক প্রমাণ ও উক্ত মতে অদ্বৈত-বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য। বৈশেষিক দর্শনে কণাদসূত্রের প্রতিবাদ। অদ্বৈত মতে আধুনিক ব্যাখ্যার সমালোচনা ও অদ্বৈতমত বা যে কোন এক মতেই ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া সমন্বয় করা যায় না।

ঋষিগণের নানা বিরুদ্ধবাদের সমন্বয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাসের কথা ৮৭

শরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না, এই বিষয়ে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রের যুক্তি এবং শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্বাদি মতান্তর-খণ্ডনে বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদের যুক্তি ৯৬

প্রত্যক্ষে মহত্ত্বের ন্যায় অনেক দ্রব্যবত্ত্বও কারণ, এই প্রাচীন মতের মূল ও যুক্তি ১০৬

জৈনমতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস ও প্রাপ্যকারী নহে। উক্ত জৈনমতের যুক্তিবিশেষের বর্ণন ও সমালোচনা পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে বক্তব্য ১২১

পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের নানা প্রকারতা এবং "জ্ঞানলক্ষণা" প্রভৃতি অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও গুণ পদার্থের নির্গুণত্ব সিদ্ধান্তের মূল ও যুক্তির বর্ণন ১৩৩

ন্যায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্য আকাশস্বরূপ হইলেও ভৌতিক; আকাশ নামক পঞ্চম ভূতই শ্রবণেন্দ্রিয়ের যোনি বা প্রকৃতি, ইহা কিরূপে উপপন্ন হয়, এই বিষয়ে বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের কথা ও তৎসম্বন্ধে বক্তব্য। ন্যায়দর্শনে বাক্, পাণি ও পাদ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্ব কেন স্বীকৃত হয় নাই, এই বিষয়ে তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথা ১৫৫

গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চম গুণের মধ্যে যথাক্রমে এক একটি গুণই যথাক্রমে পৃথিব্যাদি এক এক ভূতের স্বকীয় গুণ, ইহা স্মৃতি, পুরাণ অথবা আয়ুর্ব্বেদের মত বলিয়া বুঝা যায় না। মহাভারতের এক স্থানে উক্ত মতের বর্ণন বুঝা যায় ১৬৬

কণাদসূত্রানুসারে বায়ুর অতীন্দ্রিয়ত্বই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের সিদ্ধান্ত। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক বরদরাজ ও তৎপরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বায়ুর প্রত্যক্ষতা সমর্থন করিলেও নব্য নৈয়ায়িক মাত্রই ঐ মত গ্রহণ করেন নাই ১৭৩

দার্শনিক মতের ন্যায় দর্শনশাস্ত্র অর্থেও "দর্শন" শব্দ ও "দৃষ্টি" শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ সমর্থন। "মনুসংহিতা"য় দর্শনশাস্ত্র অর্থে "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শন ১৮৭ ও ১৯৭

আকাশের নিত্যত্ব মহর্ষি গৌতমের সূত্রের দ্বারাও তাঁহার সম্মত বুঝা যায় ১৮৮

বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সমর্থনে পরবর্ত্তী নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তির বিশদ বর্ণন ও ঐ মতের খণ্ডনে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ও জৈন দার্শনিকগণের কথা। ন্যায়দর্শনে

বৌদ্ধসম্মত বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব মতের খণ্ডন থাকায় ন্যায়দর্শন অথবা তাহার ঐ সমস্ত অংশ গৌতম বুদ্ধের পরে রচিত, এই নবীন মতের সমালোচনা। গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্বেও অন্য বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মতবিশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য। ন্যায়সূত্রে "ক্ষণিকত্ব" শব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্বই গৃহীত হইয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে বক্তব্য ২১৯ - ২৩০

"প্রাতিভ" জ্ঞানের স্বরূপবিষয়ে মতভেদের বর্ণন ২৫৮

জ্ঞান পুরুষের ধর্ম্ম, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ভাষ্যকারোক্ত এই মতান্তরকে তাৎপর্য্যটীকাকার সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য ২৬৬

"ত্রস" শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ ২৭১

ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনে উদয়নাচার্য্য ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতির কথা ২৭৮

মনের স্বরূপ বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির নবীন মতের সমালোচনা ৩৩৪

মনের বিভুত্ববাদ খণ্ডনে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণের কথা ৩৩৩

মনের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত-সমর্থনে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের কথা ৩৩৫

অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, এই মত শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র জৈনমত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও উহা জৈনমত বলিয়া বুঝা যায় না। জৈনমতে আত্মাই অদৃষ্টের আধার, "পুদ্‌গল" পদার্থে অদৃষ্ট নাই, এই বিষয়ে প্রমাণ ও ঐ প্রসঙ্গে জৈন মতের সংক্ষিপ্ত বর্ণন ৩৬১

অদৃষ্ট ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য ৩৭৪